উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ১০
তারিখ-২৫/০৫/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

২৪/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মালিক ছিলেন মহেন্দ্র কুমার। তার মৃত্যুতে উক্ত সম্পত্তি এক কন্যা সীতা বালা দে ও সীতা বালার পুত্র গোপাল কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত সম্পত্তি তাহারা বিগত ৮/৭/১৯৬০ ইং তারিখে বাদশা মিয়া ও টুনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। বাদশা মিয়া ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। নালিশী সম্পত্তি উক্ত ভাই-বোনদের মধ্যে আপোষে ভ্রাতা জুনু মিয়া প্রাপ্ত হয়। তাহার মৃত্যুতে নালিশী সম্পত্তি ১-৮ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। অপর মালিক টুনু মিয়া মরনে চার পুত্র ওয়ারীশ থাকে। পারিবারিক আপোষ ৪ পুত্রের মধ্যে ৯ নং বাদী টুনু মিয়ার ত্যজ্যবিত্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীগণ এভাবে নালিশী সম্পত্তি মৌরশী, খরিদ ও আপোষসূত্রে ধ্যান্যদি উৎপাদন ও খেত কৃষি করে ভোগদখলে আছেন।

বাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, ৫-৮ নং বিবাদী বি এস রেকর্ডী সোনামিয়ার ওয়ারশি হতে এবং ও ৯ নং বিবাদী বি এস রেকর্ডী বিনোদ বিহারী হতে খরিদ সূত্রে নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব দাবি করেছে। সর্বশেষ বি এস রেকর্ড বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামের স্থলে বিবাদীগনের পূর্ববর্তী ও বায়ার নামে রেকড হওয়ায়, ভুল বি এস রেকর্ডের অনুবলে বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তি দাবি করছে। প্রকৃতপক্ষে ভুল বি এস খতিয়ানের ফলে বাদীগণের শান্তিপূর্ন ভোগদখলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি এবং বিবাদীগণ তথাকথিত কবলামূলে নালিশী সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। বিবাদীগণ নালিশী ভুমির পাশে নির্মাণ সামগ্রী জড়ো করে জোর পূর্বক সেখানে নির্মান কাজ করিবার হুমকি প্রদর্শন করায় অন্যন্যপায় হয়ে বাদীপক্ষ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

বাদীপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে নালিশী ভুমি সংশ্লিষ্ট ধরলা মৌজার আর এস খতিয়ান নং-১৭৬১, ও বি এস খতিয়ান নং ৯৫৪ নং খতিয়ানের সহিমুহুরী নকল এবং ২৩/০৭/৬০ তারিখের ৫৬০৭ নং দলিল দাখিল করেছেন। অপর দিকে ৫/৬ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, আর এস খতিয়ান অনুসারে নালিশী সম্পত্তির উপরিস্থ স্বত্বের মালিক ছিলেন দুর্গাদাশ চক্রবর্তী এবং তৎ অধীনে রায়ত ছিলেন মহেন্দ্র কুমার গং। আর এস জরিপের পর মহেন্দ্র কুমার তার উপরিস্থি জমিদার বরাবর চিরতরে স্বত্ব ত্যাগ করিলে দূর্গাদাশ চক্রবর্তী মালিক দখলকার হন। তিনি বিগত ২৪/০৯/১৯৫২ তারিখে রেজিষ্ট্রি কবলামূলে নালিশী দাগের ৪ শতক ভুমি সোনা মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন এবং তাহার নাম পি এস ও বি এস খতিয়ানে শুদ্ধরুপে লিপিবদ্ধ হয়। সোনা মিয়া ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে মারা যান। সোনা মিয়ার পুত্র

তাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি ১৭/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে মিনু আক্তার বরাবর এবং মিনু আক্তার উক্ত সম্পত্তি ২০/০৮/২০০০ ইং তারিখে বিবাদীগনের নিকট হস্তান্তর করেন। সোনা মিয়ার এক কন্যা তৎ স্বত্ব ২২/০৮/২০০১ তারিখে রেজিঃ কবলা মূলে বিবাদীদের নিকট বিক্রয় করেন। বিবাদীগণ তাদের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করে বসতগৃহ নির্মান পূর্বক পরিবার নিয়ে নালিশী সম্পত্তি ভোগদখল করে আসিতেছে। বাদীগণ সীতা বালা দে ও গোপাল কৃষ্ণ কে আর এস রেকডী মহেন্দ্র এর ভুয়া ওয়ারীশ দাঁড় করিয়ে ২৩/০৭/১৯৬০ ইং তারিখের জাল কবলামূলে নালিশী সম্পত্তি দাবি করিতেছে। বাদীগণ কিংবা তৎপূর্ববর্তীগণ কখনো নালিশী সম্পত্তি ভোগদখলে ছিলেন না। বিবাদীপক্ষই নালিশী সম্পত্তিতে পূর্ববর্তীর আমল হতে ভোগদখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে নালিশী ভুমি সংশ্লিষ্ট খাজনার দাখিলা, ডি.সি.আর, ধরলা মৌজার আর এস ১৭৬১ নং খতিয়ান, বি এস ৯৫৪ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল, নামজারি ১৫৮০ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল, বিগত ২৪/০৯/১৯৫২ ইং, ২২/০৮/২০০১ ইং, ১৭/১১/১৯৯৯ ইং, ২৯/০৮/২০০০ ইং তারিখের কবলা দলিলের ফটোকপি ও পি এস -১৪৯৬ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল দাখিল করেছেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী সম্পত্তি আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিল মহেন্দ্র কুমার। তার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারীশ সীতা বালা দে ও দৌহিত্র গোপাল কৃষ্ণ ৮/৭/১৯৬০ ইং তারিখে ৫৬০৭ নং কবলা মূলে বাদশা মিয়া ও টুনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের এরুপ দাবি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেন যে, মহেন্দ্রের সীতা বালা ও গোপাল কৃষ্ণ নামে কোন ওয়ারীশ ছিল না। আর এস রেকডীয় রায়ত মহেন্দ্র কুমার আর এস জরিপের পর তার উপরিস্থি জমিদার দূর্গাদাশ চক্রবর্তী বরাবর চিরতরে স্বত্ব ত্যাগ করিলে দূর্গাদাশ চক্রবর্তী মালিক দখলকার হন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী বিগত ২৪/০৯/১৯৫২ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৬১০৯ নং কবলা দৃষ্টে, দূর্গাদাশ চক্রবর্তী নালিশী দাগের ৪ শতক ভুমি সোনা মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন এবং পরবর্তীতে তাহার নাম পি এস ও বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে লিপিবদ্ধ হয়। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী পি এস ১৪৯৬ ও বি এস- ৯৫৪ খতিয়ান দৃষ্টে উহার সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষ সোনা মিয়ার ওয়ারীশদের নিকট হতে নালিশী দাগে ৪ শতক ভুমি খরিদের যে দাবি করেছেন তা দাখিলী দলিলাদি দৃষ্টে সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। অপরদিকে বাদীপক্ষ ১৯৬০ সনের দলিলমূলে মালিক বাদশা মিয়া ও টুনু মিয়ার জের ওয়ারীশদের মধ্যে আপোষ-বন্টনের দাবি করলেও উহার সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস খতিয়ান, খাজনা দাখিলা, ডি.সি আর এবং জমা-খারিজ খতিয়ান প্রমান করে যে নালিশী দাগের ৪ শতক ভুমিতে অত্র বিবাদীগণ দখলে রয়েছেন। অপরদিকে বাদীপক্ষ তাদের দখল প্রমার্থে এক টুকরো দালিলিক প্রমান হাজির করতে পারেননি।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২২/০১/২০২০ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
ডসনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম